

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৪২২

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪২৬
২৫ মার্চ ২০২০

বিষয়: দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ২৫ মার্চ ২০২০ খ্রি: সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:
দেশের অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্কবার্তা নেই এবং কোন সংকেতও দেখাতে হবে না।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): দিনের তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩২.৮	৩০.৭	৩২.৫	৩১.৫	৩২.১	৩১.৫	৩৪.০	৩৩.২
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	১৮.৫	১৯.০	১৯.৫	১৪.৮	১৮.০	১৬.৪	১৮.৩	১৯.০

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৪.০° এবং আজকের সর্বনিম্ন শ্রীমঙ্গল ১৪.৮°সেঃ।

অগ্নিকান্ড:

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ২৩/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ২৪/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২৮টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৪	০	০
২।	ময়মনসিংহ	২	০	০
৩।	বরিশাল	০	০	০
৪।	সিলেট	৫	০	০
৫।	রাজশাহী	১	৩০	০
৬।	রংপুর	১	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৩	০	০

৮।	খুলনা	১২	০	০
	মোট	২৮	৩০	০

উল্লেখযোগ্য অগ্নিকান্ড (জেলাভিত্তিক তথ্য):

১। রাজশাহীঃ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার টেলিফোনে জানান যে, গত ২৪.০৩.২০২০ তারিখ সকাল ১১.১৫ ঘটিকায় মনিগ্রাম বাজার, বাঘা, রাজশাহী এলাকায় মনির হোসেনের জালানী তেলের দোকানে ব্যারেলের মুখ খুলার সময় স্পার্ক হয়ে আগুন লাগে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৬ টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুপুর ০১.২০ ঘটিকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকান্ডে ৩০ জন সামান্য আহত হয়েছে।

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক হাজার মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৪.০৩.২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	বাংলাদেশ
০১	মোট আক্রান্ত	৩,৭২,৭৫৭	১,৯৯০	৩৩
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	৩৯,৮২৭	২১৪	০৬
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	১৬,২৩১	৬৫	০৩
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	১৭২২	০৭	০১

বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

১। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম এবং সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ২৪/০৩/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা ও সনাক্তকৃত রোগীঃ

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	৯২	৭১২
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	৬	৩৯

খ) বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ মৃত্যু, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত তথ্যঃ

- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে রিকোভারিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যাঃ ০৫ জন।
- কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সংখ্যাঃ ০৪ জন।
- মোট আইসোলেশনে ছিলেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাঃ ২৬৭ জন।
- আইসোলেশন হতে ছাড়প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যাঃ ২২৭ জন।
- বর্তমানে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যাঃ ৪০ জন।
- মোট কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যাঃ ৩৭,০৩৮ জন।

- কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যাঃ ৯,৮৫৮ জন।
- বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যাঃ ২৭,১৮০ জন।

গ) বাংলাদেশে স্কিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যাঃ

বিষয়	২৪ ঘন্টায় সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
মোট স্কিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৩৩০৮	৬,৬২,২৮৯
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্কিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	২৮৩	৩,২১,৯৮৯
দু'টি সমুদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর) স্কিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	২৪৬	৯৬৬৩
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে স্কিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	০	৭০২৯
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্কিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	২৭৭৯	৩,২৩,৬০৮

ঘ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-

19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮ টার পূর্বের ২৪ ঘন্টা তথ্য):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২৪ ঘন্টায় (পূর্বের দিন সকাল ০৮ ঘটিকা থেকে অদ্য সকাল ০৮ ঘটিকা পর্যন্ত)									
		কোয়ারেন্টাইন				মোট		আইসোলেশন		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন	হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান	মোট	মোট	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা		
০১	ঢাকা	১০২১	৪২৩	০৪	০১	১০২৫	৪২৪	০৩	-	-	-
০২	ময়মনসিংহ	২০৫	১০২	-	-	২০৫	১০২	-	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	১৩৯২	২২৮০	০১	০৩	১৩৯৩	২২৮৩	-	-	-	-
০৪	রাজশাহী	৪৯১	২৩৪	-	-	৪৯১	২৩৪	-	-	-	-
০৫	রংপুর	৩০৪	৮৭	-	-	৩০৪	৮৭	০১	-	০২	-
০৬	খুলনা	২২৫৬	২৯৫	০২	-	২২৫৮	২৯৫	-	-	-	-
০৭	বরিশাল	২৩৮	৩৪৪	-	-	২৩৮	২৪৪	০১	০১	-	-
০৮	সিলেট	৩২৮	৯৮	-	০৩	৩২৮	১০১	-	-	-	-
	সর্বমোট	৬২৩৫	৩৭৬৩	০৭	০৭	৬২৪২	৩৭৭০	০৫	০১	০২	-

ঙ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য, ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে সর্বমোট/অদ্যাবধি									
		কোয়ারেন্টাইন				সর্বমোট		আইসোলেশন		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন	হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান	সর্বমোট	সর্বমোট	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা		
০১	ঢাকা	৭৭৫৪	২০০৪	৯৫	০৩	৭৮৪৯	২০০৭	১৩	-	-	-
০২	ময়মনসিংহ	১৩৭৯	২৬৪	০১	-	১৩৮০	২৬৪	-	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	৮৩৬০	৪৭৫৫	৩০	০৬	৮৩৯০	৪৭৬১	০১	-	-	-
০৪	রাজশাহী	৪৪৮৮	৪৯১	০১	-	৪৪৮৯	৪৯১	-	-	-	-
০৫	রংপুর	২২১৪	৩৬৩	০১	-	২২১৫	৩৬৩	০১	-	০৪	-

০৬	খুলনা	৮২৫৬	১২৪৮	০৬	০১	৮২৬২	১২৪৯	-	-	০১	০১
০৭	বরিশাল	২০২৯	৪৯৮	-	০১	২০২৯	৪৯৯	০৪	০৪	-	-
০৮	সিলেট	২৪০৭	২২১	১৭	০৩	২৪২৪	২২৪	০৪	-	-	-
	সর্বমোট	৩৬৮৮৭	৯৮৪৪	১৫১	১৪	৩৭০৩৮	৯৮৫৮	২৩	০৪	০৫	০১

২। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার প্রতিরোধে বিভিন্ন জেলা কর্তৃক গ্রহীত কার্যক্রমঃ

(ক) ফরিদপুরঃ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ফরিদপুর এর স্মারক নং-০৫.১২.২৯০০.০০১.৯৯.০০৯.২০-৫৬; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, ফরিদপুর জেলায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে গ্রহীত ব্যবস্থার প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়ক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নবনির্মিত সালথা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ওয়ার্ড ও আইসিইউ এবং সদর উপজেলার গর্থাচ্যানেল ইউনিয়নের কবিরপুর চরে ৪৪ শয্যা বিশিষ্ট হার্ট সোসাইটি হাসপাতালকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া এ জেলার সকল উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০টি করে বেড এবং বেসরকারি বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে ৫০টি বেডকে কোয়ারেন্টাইন/আইসোলেশন বেড হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বা সন্দেহজনক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সকল উপজেলায় ০৩ জন চিকিৎসাসহ রূপাপিড রেসপন্স মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া, আইসোলেশন স্টোরে দায়িত্ব পালনের জন্য ১০ জন ডাক্তারের সমন্বয়ে আরও একটি মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ জেলার সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির সকল কমিটি নিয়মিত সভা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ এবং বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে জেলা ব্যাপী বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সিভিল সার্জনের কার্যালয়সহ এ জেলার ৯টি উপজেলাতেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সমগ্র জেলায় (শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত) মাইকিং এবং লিফলেট ছাপিয়ে তা বিতরণ করা হচ্ছে।
- সকল সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক ডেস্ক খোলা হচ্ছে।
- সকল ধরনের জনসমাবেশ (যেমন- রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়) পরিহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে এ জেলায় সদর উপজেলাধীন ০২টি যৌনপল্লীকে লকডাউন করা হয়েছে। যৌনপল্লীতে অবস্থানরত যৌনকর্মীদের মাঝে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি হারে ১৫ মেঃটন চাউল এবং নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

(খ) মাদারীপুরঃ মাদারীপুর জেলা প্রশাসক হতে টেলিফোনে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারেঃ

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে মাদারীপুর পৌরসভায় ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড, শিবচর উপজেলার পাচ্ছড় ইউনিয়নের এবং দক্ষিণ দোহেরাতলা ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের জনগণের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এ সকল ইউনিয়নের দরিদ্র লোকদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৯ জন আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ৫ জন ঢাকায় এবং ৪ জন মাদারীপুর রয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা ৩৫০ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। যাদের সকলকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- স্থানীয় বণিক সমিতির সাথে পরামর্শক্রমে প্রবাসীদের সম্পূর্ণরূপে বাজারে না যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্যদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বাজারে অবস্থান না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশে স্কুলের শিক্ষকগণ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে হাট-বাজারে, কাঠাল বাড়ি ঘাটে করোনা সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়ে ৬-৭হাজার লিফটলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- যারা করোনায় আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন আক্রান্ত তাদের সন্তান যেসব স্কুলে পড়ালেখা করে তাদের সহপাঠীদেরকেও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।

- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর এর স্মারক নং-৫১.০১.৫৪০০.১২৬.৯৬.০১৬.১৯-১৩৭; তারিখ: ২১/০৩/২০২০ খ্রি: এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। শিবচর উপজেলার আক্রান্ত চারটি এলাকায় যানবাহন ও জনগণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আক্রান্ত চারটি এলাকায় প্রায় ৬০ (ষাট) হাজার লোক বসবাস করে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দিনমজুর ও নিম্নআয়ের লোক রয়েছে। ফলে অনেক দিনমজুর বা নিম্নআয়ের লোক কর্মহীন ও অসহায় হয়ে পড়েছে। এছাড়া জেলা সদর ও প্রতিটি উপজেলায় এক বা একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশন সেন্টার ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(গ) **শরীয়তপুরঃ** জেলা প্রশাসন, শরীয়তপুরের ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- ৫১.০১.৮৬০০.১৬.০৬.০২০.১৬.১৭৭ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, শরীয়তপুর জেলায় এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়নি। পার্শ্ববর্তী মাদারীপুর জেলায় করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। শরীয়তপুর জেলায় ইতালি প্রবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি। গতকাল (২২/০৩/২০২০) পর্যন্ত ৩৬৪ জন হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। যে কোন সময় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত এলাকায় লোকজনের চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেবুপ পরিস্থিতিতে নিম্ন আয়ের জনগণের ত্রাণ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে।

গতকাল ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০১.৮৬০০.১৬.০৬.০২০.১৬.১৬৬ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছিল যে, সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মহামারী পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধের পাশাপাশি সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণে রোধে জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ইতোমধ্যে খোলা হয়েছে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করবেন।
- করোনা ভাইরাস কী, কিভাবে ছড়ায়, কি করবেন ও কী করবেন না এ সকল তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও ব্যাপক মাইকিং করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য জেলা তথ্য কর্মকর্তা ও জেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- জনসচেতনতামূলক লিফলেট ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সতর্কবার্তা বিজ্ঞপ্তির আকারে স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হচ্ছে এবং স্থানীয় ক্যাবল অপারেটরের মাধ্যমে তা প্রচার করা হচ্ছে। প্রচার ব্যবস্থাটি অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
- সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন স্বাস্থ্যকর্মী ও একজন গ্রাম পুলিশকে নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তারা বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের বাড়ীতে গিয়ে প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বুঝিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করছেন এবং প্রতিবেশী একজন সচেতন ব্যক্তির জিম্মায় দেয়া হচ্ছে।
- কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রতিটি ব্যক্তিকে আশেপাশের পাড়া-প্রতিবেশী/একজন শিক্ষিক-সচেতন ব্যক্তির জিম্মায় দেয়া হয়েছে, যাতে তারা হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে বের হয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করতে না পারে। বাইরে ঘোরাফেরা শুরু করলেই স্থানীয় প্রশাসন সংবাদ পেয়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।
- কোন প্রবাসী হোম কোয়ারেন্টাইন অনুসরণ করছেন না মর্মে সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে তাদেরকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আইনের আওতায় এনে জরিমানা করা হচ্ছে এবং কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- কোন অসাধু ব্যবসায়ী বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করতে না পারে সে বিষয়ে জেলার সকল বাজার মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে এ ধরনের অসাধু ব্যবসায়ীদের জরিমানা করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, বাংলাদেশ রোভার স্কাউট, বাংলাদেশ স্কাউট, বাংলাদেশ গার্লস গাইডস এসোসিয়েশন, রেডক্রিসেন্ট, আনসার ভিডিপি ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার কাজে ব্যাপক প্রচার ও মনিটরিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

(ঘ) **খুলনাঃ** জেলা প্রশাসন, খুলনার পত্র নং ৫১.০১.৮৬০০.০১৬.০৬.০২০.১৬.১৬৬, তারিখ- ২২.০৩.২০২০খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, ২২.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখ জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং এ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১৩ সদস্যের একটি বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত বিভাগীয় কমিটি একটি সভা করে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

- বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের হোম কোয়ারেন্টাইন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে এবং এখনও শনাক্ত হয়নি এরূপ প্রবাসীদের

তথ্য দ্রুত সংগ্রহপূর্বক স্থানীয় স্বৈচ্ছাসেবক/রাজনতিক নেতৃবৃন্দ সহযোগে কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করবেন।

- হোম কোয়ারেন্টাইন বাড়ীতে দর্শনীয় স্থানে লাল পতাকা টানানো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ফ্লু বা করোনা আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা মোবাইলের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ডাক্তারদের নম্বরে মোবাইল যোগাযোগপূর্বক গ্রহণ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে সংক্রমণের হার হ্রাস করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্ি জেলায় ১০ জন মেডিকেল অফিসার ও ৪ জন মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট সমন্বয়ে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় টিম গঠনপূর্বক দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি সিভিল সার্জনগণ নিশ্চিত করবেন।
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য জরুরীভাবে PPE (Personal Protective Equipment) সরবরাহ করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা যেতে পারে।
- মসজিদের ইমামগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে/পরে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারি নির্দেশনা মাইকে প্রচার করবেন।
- অযাচিত লোকজনের আড্ডা বন্ধে সকল রেস্টোরা, চায়ের দোকান, খাবারের দোকান থেকে টেলিভিশন সরিয়ে ফেলতে হবে।

(ঙ) **নীলফামারীঃ** জেলা প্রশাসন, নীলফামারীর পত্র নং ৫১.০১.৭৩০০.০০০.৯৮.০০৩.২০.১০৮০, তারিখঃ ২৩.০৩.২০২০ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- জেলা ও উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- জেলা কমিটির সভা করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক জেলা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে প্রথম সভা করা হয়েছে।
- জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। সভায় কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেরার সকল ক্লিনিক ও বেসরকারি হাসপাতাল মালিকদের নিয়ে সভা করা হয়।
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা করা হয়।
- এনজিওদের নিয়ে এনজিও মাসিক সভা করা হয়েছে।
- চেয়ারম্যান জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সকলকে নিয়ে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সভা করা হয়েছে। লিফলেট বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে এ জেলার সকল ব্যবসায়ীদের সমিতি ও চাল মিল মালিকদের নিয়ে সভা করা হয়েছে।
- জেলার সকল ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সকল ঔষধ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।
- নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক ব্যানার টানানো হয়েছে।
- এ জেলায় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রবাসীদের হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং মনিটরিং করা হচ্ছে।
- সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রমের মনিটরিং করা হচ্ছে।
- করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদশাবলী-২০১৯ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(চ) **লালমনিরহাটঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট এর স্মারক নং-৫১.০১.৫২০০.০০০.৩৯.০০৭.২০.১৬৬; তারিখঃ ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর কারণে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- গত ০৫/০৩/২০২০ খ্রিঃতারিখে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক মাইকিং করা হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সচেতনতামূলক ব্যানার প্রদর্শন ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

- হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করণের জন্য গ্রাম পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
- লালমনিরহাট নার্সিং ইন্সটিটিউট ও সরকারি কলেজের মহিলা হোস্টেল হোম কোয়ারেন্টাইন এর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- জেলা, উপজেলা ও রেলওয়ে হাসপাতালে আইসোলেশনের বেড প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
- আইসোলেশনের জন্য লালমনিরহাট পিটিআইকেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

(ছ) **নাটোরঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর স্মারক নং-৫১.০১.৬৯০০.০২১.৩৯.০০২.১৬-১৯৭; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের অংশ হিসেবে নাটোর জেলাতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে রেসপন্ডিং টিম তথ্য জরুরি সাড়াদান গুপ হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে সময়ে সময়ে জারিকৃত কারণীয় সমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক মহোদয় জেলাধীন সকল চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মেয়র, পৌরসভা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা করে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও দপ্তরকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য জনসমাগম এড়ানোর জন্য ও বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার জন্য সর্বত্র মাইকিং করা হচ্ছে।
- করোনা ভাইরাস এর তথ্য ও খবরা খবর সংগ্রহের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

(জ) **হবিগঞ্জঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ স্মারক নং-৫১.০১.৩৬০০.০০০.০৬.০০২.১৯-১৪২; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, জেলা দুর্যোগ সাড়াদান গুপ, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ সাড়াদান গুপ, পৌরসভা ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান গুপ, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ সাড়াদান গুপ, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন দুর্যোগ সাড়াদান গুপ, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ওয়ার্ড দুর্যোগ সাড়াদান গুপসমূহকে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ অনুসরণ করতে হবে।
- টি-স্টল, রেস্টোরাসমূহে বসে খাবার গ্রহণ করা যাবেনা। দ্রুত নিজ নিজ আবাসস্থলে খাবার নিয়ে গমন করতে হবে।
- কোনো হোটেল, চায়ের দকোনে টিভি/ক্যারাম বোর্ড রাখা যাবে না।
- সাপ্তাহিক বড় হাটসমূহ আগামী ১ সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে সেখানে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পণ্য ও দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। কাঁচা বাজারসমূহে ক্রেতা বিক্রেতাদের নিরাপত্তার স্বার্থে বাজারের প্রবেশমুখে পানি ও সাবান/ হ্যান্ডওয়াশ রেখে বাজারের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রত্যেক ক্লিনিকে ০৩টি করে বেড আইসোলেশন হিসেবে রাখতে হবে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আবেদন বিবেচনা করে ও গণ জমায়েত এড়ানোর স্বার্থে এ জেলার এনজিও কর্তৃপক্ষ সমূহকে তাদের লোনের কিস্তি সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে অনুরোধ ‘জানানো হয় এবং করোনা ভাইরাসের সচেতনতামূলক লিফলেট সরবরাহ, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, পিপিই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- জনসাধারণকে বিনা প্রয়োজনে যত্রতত্র ঘরের বাইরে ঘোরাফেরা না করার জন্য মাইকিং ও লিফলেট বিতরণ করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে।

(ঝ)

বরিশালঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল স্মারক নং-৫১.০১.০৬০০.০০০.২০.০০৭.-১৯-১৯৭; তারিখ: ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, বিশেষ মহামারী রূপে সংক্রমিত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বরিশাল জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও দুর্যোগ সাড়াদান গুপের সভা করা হয়েছে।

- জেলা প্রশাসক মহোদয় সমগ্র কালেকটরেট ভবনকে ভাইরাস মুক্ত করনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদেরকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সতর্কতামূলক মাইকিং করতে বলা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন হয়ে পরা পেশাজীবী দিনমজুর মানুষদের সাহায্যার্থে জেলার প্রতি উপজেলায় ৫ মেঃটন করে ৫০ মেঃটন চাল বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জিও এনজিও যারা আছেন তারা এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- কোন এলাকায় সংক্রমণ দেখা দিলে সেখানে গিয়ে নির্ধারিত প্রোটকল অনুযায়ী আক্রান্তদের চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে।
- যে কোন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান/ধর্মীয় অনুষ্ঠান/ কোন ধরনের সমাবেশ করা যাবে না। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফটে বিতরণ করা হচ্ছে।
- বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডকে করোনা রোগীর জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ডায়রিয়া রোগীকে সদর হাসপাতালে অন্যান্য ওয়ার্ডে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

(ঞ) **কিশোরগঞ্জঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কিশোরগঞ্জ এর ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০১.৪৮০০.০২২.১৬.০০১.১৯.২১৫ নং স্মারকের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) এর কারণে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করা সভা, সমাবেশ, সেমিনার, সামাজিক/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ওয়াজ, দোয়া মাহফিল, ওরশ, কীর্তন, অষ্টমী স্নান, যাত্রা, মেলাসহ কোন ধরনের ধর্মীয় গণজমায়েত আয়োজন না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সকল প্রকার রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার, পিকনিক স্পট, বিনোদন পার্ক ক্লাবসমূহ পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- স্কুল, কলেজ, মাদরাসাসহ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোচিং সেন্টার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিনেমা হল ইত্যাদির কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।
- হোটেল/রেষ্টোরায়ে বসে না খাওয়া। খাবার পার্সেল করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- চা এর দোকানে আড্ডা না দেয়া বা না বসার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতি ট্রিপের পর গণপরিবহনে জীবানুনাশক ব্যবহার ও ওয়াশ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সর্দি, কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত হলে মসজিদ/মন্দির/উপাশনালয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকাসহ গণপরিবহন এড়িয়ে চলতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সম্প্রতি বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলকভাবে স্বেচ্ছায় হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ে গত ২২/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের ২০৪ নং স্মারকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র, সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(ট) **কুড়িগ্রামঃ**

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম স্মারক নং-৫১.০১.৪৯০০.০০০.৪১.০০২.১৯-১৯৬; তারিখ: ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, কুড়িগ্রাম জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়ঃ

- বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে ঝুঁকির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবাদি পশুর হাট, শপিং মল, পর্যটকের আনোগোনা ইত্যাদি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ জনগণকে জনসমাগম এড়িয়ে চলতে অনুরোধ করা হয়েছে। ফলে এ জেলার গ্নিনআয়ের মানুষের জীবন-জীবিকা। কিছুটা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ সকল নিম্নআয়ের মানুষের জীবন-জীবিকা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে তাদের খাদ্য ও অর্থ সহায়তা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(ঠ) **রাজশাহীঃ** জেলা প্রশাসনের ২৩.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখের ৫১.০১.৮১০০.০২৫.০৪.০০১.১৯.১৭৮ নং পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে রাজশাহী জেলার সাথে ঢাকাসহ সারাদেশের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং এ

জেলায় কোন শিল্প কারখানা না থাকার কারণে শ্রমজীবী দিন মজুর মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে।

(ড) ময়মনসিংহঃ জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ টেলিফোনে জানিয়েছে যে, আজ ২১.০৩.২০২০খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে 'জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি' বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঢ) নওগাঁ:

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ স্মারক নং-৫১.০১.৬৪০০.১২৬.০৭.০০৭.১৯-১৮৬;তারিখ: ২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নওগাঁ জেলার সকল উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- জেলা সদরসহ জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে নিয়মিত মাইকিং ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে চায়ের দোকান, খাবার হোটেল, রেস্তোরা ইত্যাদি বন্ধ করা হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে এনজিও, সমবায় সমিতি এর ঋণ/কিস্তি আদান প্রদান বন্ধ করা হয়েছে।
- জেলার সকল উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কোচিং/ক্লাব/বিনোদন পার্ক/কমিউনিটি সেন্টার বন্ধ করা হয়েছে।
- বাজার দ্রব্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখার নিমিত্ত নিয়মিত মোমবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে।
- হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা সকল ব্যক্তিদের বাড়ীর সামনে সতর্কতামূলক বড় স্টিকার লাগানো হয়েছে।
- জেলার প্রতিটি উপজেলায় আইসোলেশন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সসমূহকে বিকল্প আইসোলেশন সেন্টার হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ppe ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল শাখায় হ্যান্ডওয়াশ, স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে এবং আগত সেবা গ্রহীতার/দর্শনার্থীদের জন্য কার্যালয়ের মূল ফটকে সাবান-পানিতে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনভুক্ত ব্যক্তিদের বাড়ী গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখা হয়েছে।
- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করাসহ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় রাখা হয়েছে।
- করোনা প্রতিরোধে জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন করে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সকল নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমঃ

(ক) COVID-19 এর হালনাগাদ সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন ১৮/০৩/২০২০ তারিখ হতে প্রতিদিন ২ (দুই) বার এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদনে ০১(এক) বার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বেসরকারি সংস্থাসমূহে হালনাগাদ তথ্যাদিসহ প্রেরণ করা হচ্ছে।

(খ) করোনা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (২৪/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃনং	জেলার নাম	২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ত্রাণ কার্য (চাল) মজুদ (মেঃটন)	২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ ত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃ টন)	২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ত্রাণ কার্য (নগদ) মজুদ (টাকা)	২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ ত্রাণ কার্য (নগদ) (টাকা)
১	ঢাকা (মহানগরীসহ)	303	২০০ (দুইশত)	৯৯৫০০	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ)
২	গাজীপুর (মহানগরীসহ)	114	১০০ (একশত)	৫৬২০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)

৩	ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ)	256	১০০ (একশত)	১৯২৫০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪	ফরিদপুর	207	১০০ (একশত)	২৫৪০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৫	কিশোরগঞ্জ	444	১০০ (একশত)	৫০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৬	নেত্রকোনা	585	১০০ (একশত)	৩০১০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৭	টাংগাইল	244	১০০ (একশত)	২৫০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৮	নরসিংদী	120	১০০ (একশত)	২০৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৯	মানিকগঞ্জ	247	১০০ (একশত)	১৭৭০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১০	মুন্সিগঞ্জ	235	১০০ (একশত)	২৫৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১১	নারায়নগঞ্জ (মহানগরীসহ)	235	১০০ (একশত)	২৫৫০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
১২	গোপালগঞ্জ	312	১০০ (একশত)	৭৭৪০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৩	জামালপুর	244	১০০ (একশত)	৩৬০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৪	শরীয়তপুর	198	১০০ (একশত)	২৮৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৫	রাজবাড়ী	207	১০০ (একশত)	৩৪৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৬	শেরপুর	224	১০০ (একশত)	৪৩০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
১৭	মাদারীপুর	240	১০০ (একশত)	৩০০০০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
১৮	চট্টগ্রাম (মহানগরীসহ)	532	১০০ (একশত)	৬৫০০০০	১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ)
১৯	কক্সবাজার	195	১০০ (একশত)	১৫২৫০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২০	রাংগামাটি	513	১০০ (একশত)	২৭০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২১	খাগড়াছড়ি	215	১০০ (একশত)	৩০৫০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২২	কুমিল্লা (মহানগরীসহ)	213	১০০ (একশত)	৪৫৫০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	300	১০০ (একশত)	৩০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২৪	চাঁদপুর	234	১০০ (একশত)	২১০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২৫	নোয়াখালী	226	১০০ (একশত)	৩০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
২৬	ফেনী	648	১০০ (একশত)	১৩৯৮-২৬৪	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
২৭	লক্ষ্মীপুর	500	১০০ (একশত)	৭১৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
২৮	বান্দরবান	252	১০০ (একশত)	৪৪০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
২৯	রাজশাহী (মহানগরীসহ)	398	১০০ (একশত)	৩৩৭৫০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩০	নওগাঁ	192	১০০ (একশত)	২৫৫০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩১	পাবনা	180	১০০ (একশত)	৩১০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩২	সিরাজগঞ্জ	353	১০০ (একশত)	১০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩৩	বগুড়া	318	১০০ (একশত)	৮৩০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩৪	নাটোর	155	১০০ (একশত)	২১৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	148	১০০ (একশত)	৫০৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৩৬	জয়পুরহাট	196	১০০ (একশত)	২০০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৩৭	রংপুর (মহানগরীসহ)	485	১০০ (একশত)	১৯৬৫০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩৮	দিনাজপুর	226	১০০ (একশত)	৩৯৪০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৩৯	কুড়িগ্রাম	258	১০০ (একশত)	২৪০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪০	ঠাকুরগাঁও	248	১০০ (একশত)	২৮৯০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪১	গঞ্চগড়	371	১০০ (একশত)	২৪৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪২	নীলফামারী	281	১০০ (একশত)	২০৬০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪৩	গাইবান্ধা	209	১০০ (একশত)	৩৩৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪৪	লালমনিরহাট	212	১০০ (একশত)	২১২৫০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৪৫	খুলনা (মহানগরীসহ)	440	১০০ (একশত)	১৫৭০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪৬	বাগেরহাট	593	১০০ (একশত)	৩৫০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪৭	যশোর	244	১০০ (একশত)	২২৭০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪৮	কুষ্টিয়া	120	১০০ (একশত)	২০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৪৯	সাতক্ষীরা	200	১০০ (একশত)	২৫০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৫০	ঝিনাইদহ	228	১০০ (একশত)	২১৬০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৫১	মাগুরা	110	১০০ (একশত)	৩৫৪৫০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)

৫২	নড়াইল	186	১০০ (একশত)	৩৪৬৫০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৫৩	মেহেরপুর	316	১০০ (একশত)	২৭৫০০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৫৪	চুয়াডাঙ্গা	258	১০০ (একশত)	২৪৯৫০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৫৫	বরিশাল (মহানগরীসহ)	195	১০০ (একশত)	১৫৬০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৫৬	পটুয়াখালী	206	১০০ (একশত)	৩০০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৫৭	পিরোজপুর	289	১০০ (একশত)	৬৭৪০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৫৮	ভোলা	277	১০০ (একশত)	২৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৫৯	বরগুনা	208	১০০ (একশত)	৩৫০০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
৬০	ঝালকাঠি	208	১০০ (একশত)	১৯১৫০০	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ)
৬১	সিলেট (মহানগরীসহ)	321	১০০ (একশত)	২৬০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৬২	হবিগঞ্জ	475	১০০ (একশত)	২২৪০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৬৩	সুনামগঞ্জ	295	১০০ (একশত)	২১০০০০	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ)
৬৪	মৌলভীবাজার	575	১০০ (একশত)	৩৩৫০০০	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ)
	মোট=	18217	৬,৫০০ (ছয় হাজার পাঁচশত) মেঃ টন	২০৮৭২২৬৪	৫,৫০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা

(সূত্রঃ ত্রাণ কর্মসূচী-১ শাখার স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৫৫; তারিখঃ ২৪-০৩-২০২০ খ্রি.)

(গ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ করোনা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃ টন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃ টন)	বরাদ্দের তারিখ
০১	গাজীপুর	১০০ (একশত)	০	২৩/০৩/২০২০
০২	জামালপুর	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৩	শরীয়তপুর	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৪	মাদারীপুর	১০০ (একশত)	২,০০,০০০/- ((দুই লক্ষ)	২৩/০৩/২০২০
০৫	চাঁদপুর	৫০ (পঞ্চাশ)	৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)	২৩/০৩/২০২০
০৬	জয়পুরহাট	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৭	দিনাজপুর	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৮	লালমনিরহাট	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
০৯	যশোর	৫০ (পঞ্চাশ)	০	২৩/০৩/২০২০
১০	সাতক্ষীরা	১০০ (একশত)	০	২৩/০৩/২০২০
১১	ঝিনাইদহ	৮০ (আশি)	০	২৩/০৩/২০২০
১২	মেহেরপুর	১০০ (একশত)	০	২৩/০৩/২০২০
১৩	চুয়াডাঙ্গা	৮০ (আশি)	০	২৩/০৩/২০২০
১৪	পটুয়াখালী	৬০ (ষাট)	০	২৩/০৩/২০২০
১৫	বরগুনা	৬০ (ষাট)	০	২৩/০৩/২০২০
১৬	ঝালকাঠি	১০০ (একশত)	০	২৩/০৩/২০২০
		১,১৩০ (এক হাজার একশত ত্রিশ) মেঃ টন	২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা	

(সূত্রঃ ত্রাণ কর্মসূচী-১ শাখার ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৪৯)



২৫-৩-২০২০

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১

ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬

ইমেইল:

controlroom.ddm@gmail.com

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.৪২২/১(১৬৬)

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪২৬
২৫ মার্চ ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
- ২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ৩) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
- ৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- ৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৬) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
- ৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
- ৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
- ৯) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
- ১০) জেলা প্রশাসক (সকল)
- ১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
- ১২) জেলা ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মকর্তা (সকল)

২৫-৩-২০ ২০

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)